দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা সবার জন্য কার্যব্যবস্থা
Early warning and early action for all

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
www.modmr.gov.bd

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২২

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র

২৮ আশ্বিন ১৪২৯, ১৩ অক্টোবর ২০২২

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২২' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Early warning and early action for all' বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় পূর্ব সতর্কীকরণ ও ঝুঁকিহ্রাসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রধান ভূমিকা রাখে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের নীতি-পরিকল্পনায় জনগণের জন্য দুর্যোগ পূর্ব পূর্বাভাস ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সর্বপ্রথম দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের সূচনা করেছিলেন। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র এবং মাটির কিল্লা নির্মাণের কাজও তখন থেকে শুরু হয়। সে সময়ে জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া ও ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্ক সংকেত প্রচারের জন্য ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিকে সরকারের অন্যতম একটি কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল, যা দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আজও কার্যকর অবদান রাখছে।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী চিন্তায় ১৯৭২ সালে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র চালু হয়। যে কোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানের জন্য ২০১২ সাল থেকে SAARC Monsoon Initiative Programme চালু করেছে; পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের মাধ্যমে আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদান ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বজ্রপাত হতে প্রাণহানি রোধকল্পে বজ্রপাতপ্রবণ ১৫টি জেলায় বজ্রনিরোধক দন্ড ও বজ্রনিরোধক যন্ত্র স্থাপন এবং টর্নেডোর পূর্বাভাস বিষয়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কৃষকরা যাতে খরা মোকাবিলায় আগাম পদক্ষেপ নিতে পারে সেলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল খরা পর্যবেক্ষণ ও পূর্ব সতর্কীকরণ পদ্ধতির উন্নতি সাধন করছে।

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। আমি আশা করি, জাতির অগ্রযাত্রার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবরূপ দিতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, ক্ষুধা ও দারিদ্যমুক্ত এবং শোষণমুক্ত দেশ গড়তে সংশ্লিষ্ট সকলে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

দুর্যোগ প্রশমনে বাংলাদেশ

১৯৮৯ সাল থেকে প্রতি বছর ১৩ অক্টোবর সারাবিশ্বে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস'টি উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা, সবার জন্য কার্যব্যবস্থা"। যা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বেশ যুক্তিযুক্ত। কেননা, যে কোন দুর্যোগে যদি আগেভাগেই সতর্কবার্তা পাওয়া নিশ্চিত করা যায়, তবে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়। দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাসে জনগণ ও সরকারের সচেতনতা বাড়ানোর জন্যই এ উদ্যোগ। জনগুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে বছরের কোন এক দিনে তাদের করণীয়গুলো বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য জাতিসংঘ কয়েকটা দিনকে বেছে নিয়েছে। অক্টোবরের ১৩ তারিখ যেমন আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। এই দিন দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাসের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে উৎসাহিত ও প্রবল করার জন্য চেষ্টা করা হয়। সেই সঙ্গে দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে জনগণের অর্জনসমূহ চিহ্নিত করা ও সেগুলোকে উৎসাহিত এবং উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আশির দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুর্যোগের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যার পর ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দুর্যোগের ঝুঁকির বাড় বাড়ন্ত অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, যেহেতু নানা কারণে দিন দিন দুর্যোগের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে, তাই ত্রাণ ও উদ্ধারের মতো কাজের চাপ কমাতে এবং মানুষের জীবন আর সম্পদের সুরক্ষার জন্য দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে ফেলতে সবাই মিলে কাজ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৮৯ সাল থেকে প্রতি বছর শরৎকাল (অক্টোবরের ১৩ তারিখে) সারাবিশ্বে এই দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হলে দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ে সবার সচেতনতা প্রয়োজন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনিই প্রথম ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জনগণের জানমাল রক্ষায় 'মুজিব কিল্লা' নির্মাণ করেন। যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের 'এ' ক্যাটাগরির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প হিসেবে ১৪৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পূর্বপ্রস্তুতি নিশ্চিত করার কারণে আজ প্রাকৃতিক দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ন্যুনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, সম্পদ সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত ১০০ বছরের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দেশের জনগণকে উন্নয়নের অংশীদার করে তাদের জীবন মানের উন্নতির লক্ষ্যে সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে:

১) **দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ:** দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৯৪,৩৩৮টি বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেছেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১১,২২২টি, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৭,০০৪টি, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৬৬,১১২টি বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।
২) **ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ:** ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাসে ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার জন্য দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ৩২৭টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।
৩) **বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ:** বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় ২৩০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ৪র্থ পর্যায়ে আরও ১০০০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
৪) **মুজিব কিল্লা নির্মাণ:** উপকূলীয় ও বন্যা উপদ্রুত এলাকার ১৪৮টি উপজেলায় ৩৭৮টি বহুমুখী মুজিব কিল্লা নির্মাণ এবং বিদ্যমান ১৭২টি মুজিব কিল্লার সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৫) **সেতু/কালভার্ট নির্মাণ:** দেশের গ্রামীণ রাস্তায় এ পর্যন্ত ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের ২৭,৫৪৪টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।
৬) **গ্রামীণ রাস্তাসমূহ টেকসই করণে এইচবিবি করণ:** গ্রামীণ রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে ৪২৬৮.০০ কি:মি: রাস্তা এইবিবি করা হয়েছে এবং ১৩২০.৪২ কি:মি: প্রক্রিয়াধীন আছে।
৭) **জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ:** জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণের অংশ হিসেবে ৬৪ জেলায় ৬৬টি ত্রাণ গুদামের বিপরীতে ইতোমধ্যে ৬৪টি ত্রাণ গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে।
৮) **Multipurpose Accessible Rescue Boat:** বন্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী/বয়স্ক/শিশুদেরকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেয়ার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪টি বন্যা/প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ জেলায় ৬০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat বিতরণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার গত কয়েক বছরে প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগজনিত কারণে জনগণের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি হালনাগাদ করা হয়েছে। দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকিহ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বর্তমান বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত।

সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক এর আলোকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যাতে করে যে কোন দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায় এবং বাংলাদেশ বর্তমানে দুর্যোগ প্রবণ দেশ থেকে দুর্যোগ সহনীয় দেশের পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

মোঃ আতিকুল হক
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- 'Early Warning and Early Action for All' তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে আগাম সতর্ক বার্তা উপকূলীয় এলাকার জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঘূর্ণিঝড় থেকে জানমাল রক্ষায় 'মুজিব কিল্লা' নির্মাণ করেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দুর্যোগে জনগণের জানমাল ও পরিবেশ রক্ষায় তৃণমূল পর্যায় থেকে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের করণীয় নির্দিষ্ট করে ১৯৯৭ সালে আমরাই প্রথম 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD)' প্রণয়ন করি। পরবর্তীতে ভূমিকম্প, পাহাড়ধস, বজ্রপাত, অগ্নিকাণ্ড, রাসায়নিক ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসহ করণীয় নির্ধারণ করে এ আদেশাবলি ২০১০ ও ২০১৯ সালে হালনাগাদ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' গ্রহণ করা হয়েছে।

আগাম সতর্ক বার্তার ওপর ভিত্তি করে দুর্যোগ আঘাত হানার পূর্বেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। এজন্য আমরা ২০০৯ সাল থেকে দুর্যোগ মোকাবিলায় চিরাচরিত 'দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াদান ব্যবস্থাপনা' থেকে 'আগাম ব্যবস্থাপনা' কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে এনেছি। দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তা ও দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জানতে মোবাইলে ১০৯০ (টোলফ্রি) Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। বর্তমানে আকস্মিক বন্যা মোকাবিলা ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে রিমোট সেনসিং, জিআইএস, রাডার, স্যাটেলাইট তথ্য-চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে বন্যা আসার ৩ থেকে ৫ দিন আগেই বন্যার পূর্বাভাস ও বন্যার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক বার্তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন উন্নত গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাতের পূর্বাভাস ও সতর্কতা বার্তা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

আমাদের সরকার এ পর্যন্ত উপকূলে প্রায় ৪ হাজার ২০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, বন্যা প্রবণ এলাকায় ৪২৩টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র এবং সারাদেশে ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ করেছে। আমরা 'মুজিব কিল্লা'কে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করে মানব ও প্রাণিসম্পদের জন্য নিরাপদ ও টেকসই আশ্রয়স্থল করেছি। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় আমাদের সরকারের বিনিয়োগ, দুর্যোগের পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নতুন আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন, দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং উদ্ধার কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবীদের নিবেদিত প্রচেষ্টাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এক ডিজিটে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ এখন রোল মডেল হয়েছে।

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন থাকবে বলে আমি আশা করি ।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৩ অক্টোবর ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২২'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য "Early warning and early action for all" দুর্যোগ প্রশমনে প্রতিপাদ্যটি সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার কঠিন সংগ্রামে চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির মধ্যেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বে আদর্শ বাংলাদেশ। জনসেবায় অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘের সম্মানজনক "জাতিসংঘ জনসেবা পদক-২০২১" পেয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) নারী ক্ষমতায়ন উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে 'এসডিজি অর্জনে জেন্ডার-রেসপন্সিভ সেবা' ক্যাটাগরিতে এ পদক পেয়েছে। গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে জাতিসংঘ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ পদক হস্তান্তর করা হয়।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের চরম ঝুঁকিতে আছে। ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমির বৈশিষ্ট্য, নদীর সংখ্যাধিক্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অত্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলা করে দেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় দুর্যোগ নীতিমালা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে প্রচলিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল (জরুরি সাড়াদান, ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার) দুর্যোগের প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সামগ্রিক পদ্ধতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের মধ্যেই নিহিত আছে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার বীজ। এ উপলব্ধি থেকেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে প্রথম দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণ করেন। দুর্যোগের সামগ্রিক প্রস্তুতি কর্মসূচির পরিকল্পনা অনুসরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কাঠামোগত ও অকাঠামোগত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। গ্রামীণ রাস্তার ১৫ মি. দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৬৪৩৬টি ব্রিজ নির্মাণ এবং ৪২৮৮ কি.মি. মাটির রাস্তা এইচবিবি প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে টেকসইকরণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৬-২০২১ সালের মধ্যে ২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং ২০১৮-২০২১ সালে ১২৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও ৫৫টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ করা হয়েছে এবং এসব প্রকল্পের অধীনে সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান। ২০১৮-২০২১ সালে ৫০টি জেলা ত্রাণ গুদাম-কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আরো ২১৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও ১০৫টি মুজিব কিল্লার ও ১৫টি জেলা ত্রাণ গুদাম-কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান। পাশাপাশি ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার নির্মাণ, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালে অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং জরুরি যোগাযোগের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ চলমান।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সেন্দাই অবকাঠামো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) কে সামনে রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত, বন্যা, খরা, পরিবেশ বিপর্যয়, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও সহনশীলতার লক্ষ্যে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি বৃদ্ধি, মহামারি প্রস্তুতি ও জরুরি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে দুর্যোগে বিপদ সংকেত প্রচার, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ঝুঁকিহ্রাস প্রস্তুতি, দ্রুত সাড়াদান, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রমে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিয়ে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সকলকে এগিয়ে যেতে হবে।

পরিশেষে আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি

সভাপতি
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

বাণী

জাতিসংঘ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক দপ্তরের (UNDRR) উদ্যোগে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশে ১৩ অক্টোবর ২০২২ 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর কোন না কোন দুর্যোগ সংঘঠিত হয় এবং এতে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে একেবারে নির্মূল করা সম্ভব নয় তাই দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসাই সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রক্ষায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে জনবান্ধব অন্তর্ভূক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসমূলক কর্মসূচির প্রচলন করেছিলেন। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় গঠন করেন এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুর্যোগের আগাম সতর্কীকরণ বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে "ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)" প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে দেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে ৭৬১৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বহির্বিশ্বের কাছে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়ন। কিন্তু ভৌগোলিক ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে আকস্মিক দুর্যোগের হার এবং তীব্রতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কাজেই জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও টেকসই করার জন্য গবেষণালব্ধ নতুন নতুন জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা দিয়ে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় মাত্রায় রাখতে কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এর মধ্যে বিশেষভাবে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, মুজিব কিল্লা সংস্কার ও নির্মাণ, দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ, জেলা ত্রাণ গুদাম ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয়, উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উদ্ধার নৌযান ক্রয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বজ্রপাতে মৃত্যু ঝুঁকিহ্রাসে ইতোমধ্যে ১৫ জেলায় ১৩৫ উপজেলায় ৩৩৫টি বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন করা হয়েছে। দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণের জন্য দুর্যোগের আগাম বার্তা বোধগম্য ভাষায় মোবাইলে টোল ফ্রি নম্বর ১০৯০ এ প্রচারের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াসহ অনলাইন পোর্টালে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে। দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকিহ্রাসে বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করে অবকাঠামো নির্মাণ এবং পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যমসহ সর্বস্তরের জনগণকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাই।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অব.), এমপি

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের একটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং দুর্যোগপ্রবণ দেশ। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নীতি কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনায় বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রোল মডেল হিসেবে সারাবিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু এ কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধুর এ উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সিপিপি'র এলাকা সম্প্রসারণ, আগাম সতর্কবার্তা অবহিতকরণ এবং স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা বর্তমানে ৭৬ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে অর্ধেক নারী সদস্য।

দুর্যোগ মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ১৩ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হয়। এ বছর জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত প্রতিপাদ্য 'Early Warning and Early Action for all'- যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা, সবার জন্য কার্যব্যবস্থা'- প্রতিপাদ্য নিয়ে বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দিবসটি যথাযথভাবে উদযাপন করছে।

বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রথাগত ত্রাণ কার্যক্রমের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে আগাম সতর্কবার্তা অনুযায়ী প্রস্তুতি, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, পুনর্গঠন কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীল দেশ গঠনে সমন্বিত কার্যক্রমের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করছে। বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি গ্রহণে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা জনগণের বোধগম্য করার জন্য ডায়নামিক ফ্লাড বিষয়ক মডেল পাইলটিং করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বন্যা প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে। বন্যা কবলিত এলাকায় জনসাধারণকে দ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এছাড়া বন্যাপ্রবণ এলাকায় জনসাধারণের সুরক্ষার্থে অধিক সংখ্যক বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে।

দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, রাসায়নিক দুর্ঘটনা ও অন্যান্য মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য সাড়াদানকারী সংস্থার সক্ষমতা উন্নয়নে সুউচ্চ স্থানেও অগ্নিকান্ডে ব্যবহারযোগ্য মইসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বন্যা কবলিত এলাকায় মাল্টি-পারপাস অ্যাক্সেসিবল বোট বিতরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক রেসকিউ সক্ষমতা বৃদ্ধি করায় দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে ভূমিকা রাখছে। বজ্রপাতের ফলে সৃষ্ট প্রাণহানি থেকে জনগণকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী 'বজ্রনিরোধক কাঠামো স্থাপন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে মুজিব কিল্লা, ব্রিজ-কালভার্ট, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, মাটির রাস্তা হেরিং বন বন্ডকরণ (এইচবিবি) ও গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ-সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণসহ অন্যান্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশ-বিদেশের উত্তম চর্চার আলোকে দুর্যোগ প্রশমনে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যকরী ভূমিকা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২২' পালনের একটি অন্যতম লক্ষ্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্য অর্জনে জনপ্রতিনিধি, পেশাজীবী শ্রেণি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এনজিওকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ সকলের প্রতি দিবসটি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালনে সক্রিয় অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ কামরুল হাসান *এনডিসি*

যে কোন মোবাইল থেকে ১০৯০-তে ফোন দিন, বিনামূল্যে দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্যসেবা নিন